গণপিটুনিতে নিহত যুবলীগ নেতার ভাইয়ের মরদেহ নিতে আসেনি স্বজনেরা



ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহ নগরে বালু ব্যবসার বিরোধকে কেন্দ্র করে এক রাতে দুই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। নিহত স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা সুরুজ জামানের (৩৫) মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ। তবে গণপিটুনিতে নিহত যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলমের ছোট ভাই মেহেদী হাসানের (৩১) মরদেহ নিতে হাসপাতালের মর্গে আসেননি পরিবারের কেউ।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) রাতে কোতোয়ালি মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাজন চন্দ্র পাল এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, দুপুরে সুরুজের মরদেহ পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে জানাজা শেষে তাঁকে দাফন করা হয়। মেহেদীর মরদেহ নিতে অবশ্য কেউ আসেননি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার সন্ধ্যায় শিশুসন্তানকে নিয়ে মোটরসাইকেলে বাজারে যাওয়ার পথে মধ্য বারেরা মজিদ মার্কেট এলাকায় সুরুজের পথ আটকে জাহাঙ্গীর, তাঁর ভাই মেহেদীসহ কয়েকজন হামলা চালান। কুপিয়ে ও ছুরিকাঘাতের পর সুরুজকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ লোকজন অভিযুক্তদের বাড়িঘরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন। রাত ১২টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করা হলেও পুলিশের আশ্বাসে রাত ১টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পরে গভীর রাতে স্থানীয়দের গণপিটুনিতে মেহেদী গুরুতর আহত হন। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে সোমবার ভোর ৪টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেদীর বড় ভাই জাহাঙ্গীর আলম নিষিদ্ধ ঘোষিত যুবলীগের ২৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি। অন্যদিকে সুরুজ একই ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য ছিলেন।

প্রতিবেশী আশিকুর রহমান জানান, মেহেদীর পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় মরদেহ নিয়ে গেলে নতুন করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে, এমন আশঙ্কায় কেউ তা নিতে আসেননি।

সুরুজের বড় ভাই ও ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রোমান কাউসারের অভিযোগ, বালু ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিরোধের জেরেই পরিকল্পিতভাবে তাঁর ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। তবে জাহাঙ্গীরসহ অভিযুক্তদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম জানান, দুই ঘটনায় এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ করেননি। আইনগত প্রক্রিয়া চলছে এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মেহেদীর মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।